বিএসএমএমইউতে ৩৭০ শয্যার করোনা সেন্টার চালু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ৩৭০ শয্যার অত্যাধুনিক পূর্ণাঙ্গ করোনা সেন্টার চালু করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যারা কিডনি, হার্টসহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভোগার পাশাপাশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তারা এখানে পাবেন উন্নতমানের চিকিত্সা সেবা। বিএসএমএমইউয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. রফিকুল আলমের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও রেসপিরেটরি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত টিম সেবা প্রদানে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকবে এই করোনা সেন্টারে।

৩৭০ শয্যার মধ্যে ‘কেবিন ব্লকে’ শয্যার সংখ্যা ২৫০টি এবং ‘বেতার ভবনে’ শয্যার সংখ্যা ১২০টি। ‘কেবিন ব্লকে’ এর মধ্যে ইমার্জেন্সি রোগীদের জন্য রয়েছে ২৪টি শয্যা এবং আইসিইউ শয্যাসংখ্যা হলো ১৬টি। করোনা স্বাস্থ্যসেবায় কেবিন ব্লকে ‘সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট’ স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া রোগীদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য হাইফ্লো নেজাল ক্যানুলা, নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর, যেমন- সি-প্যাপ, অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি শয্যায় রয়েছে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপোর্টসহ অন্যান্য চিকিত্সা সুবিধা। মূলত গুরুতর অসুস্থ রোগীরাই এখানে ভর্তি হবেন। অন্যদিকে বেতার ভবনের ১২০ শয্যায় ভর্তি হবেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মডারেট রোগীরা। ৩৭০ শয্যার মধ্যে ১২০ আইসোলেশন বেড রয়েছে। বিএসএমএমইউয়ের করোনা সেন্টারে শনিবার থেকে রোগী ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রতিদিন তিনটি শিফটে ৬০ চিকিত্সক, ১০০ জন নার্স এবং সংশ্লিষ্ট প্যারামেডিক্স, ওয়ার্ডবয়, এমএলএসএসসহ শতাধিক স্বাস্থ্যকর্মীসহ মোট ২৬০ জন জনবলের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী টিম রোগীদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। করোনা সেন্টারে এই চিকিত্সাসেবা প্রদান ও রোগী ভর্তি কার্যক্রম ২৪ ঘণ্টাই চালু থাকবে।

দেশে বর্তমানে চিকিত্সায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। দেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে আইপিজিএমআরকে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়। সেখান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এমডি, এমএস, এমফিল ইত্যাদি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান শুরু হয়। তাই যেকোনো জটিল রোগীরা এখানে সুচিকিত্সা পাবেন।

এ কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চেয়েছিলেন বিএসএমএমইউয়ে করোনা সেন্টার চালু হোক। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ করোনা সেন্টার চালু করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া জানান, বিএসএমএমইউয়ের করোনা সেন্টারে রোগীরা সুচিকিত্সা পাবেন। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে টিম গঠন করা হয়েছে। যাদের মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের প্রয়োজন হবে তাদের জন্য এই বোর্ড গঠন করা হবে। আর করোনা রোগীদের জন্য বাড়তি কোনো খরচ নির্ধারণ করা হয়নি। সাধারণ ও গরীব রোগীদের জন্য আগের নিয়ম বহাল থাকবে।

সূত্র- ইত্তেফাক

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি যুবক নিহত

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় আবদুল্লাহ আল নোমান (২৪) নামে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত যুবকের বাড়ি ফেনী সদর উপজেলার কালিদহ ইউনিয়নের হাজীরবাজার সংলগ্ন গোবিন্দপুর গ্রামে।

শনিবার রাতে কোম্পানির গাড়িতে করে রাজধানী রিয়াদ থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার পশ্চিমে জিজান শহরে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। পরে রবিবার স্থানীয় সময় রাতে কোম্পানির পক্ষ থেকে নোমানের মৃত্যুর বিষয়টি তার মামা সৌদি প্রবাসী আবদুল আউয়াল খোকনকে জানানো হয়।

গণমাধ্যমকে আবদুল আউয়াল খোকন জানান, শনিবার রাতে দুর্ঘটনার পর নোমানের খোঁজ মিলছিল না। রবিবার দিনভর বিভিন্ন হাসপাতালে খোঁজ নেয়ার পর সন্ধ্যায় কোম্পানির লোকেরা একটি হাসপাতালে তার মরদেহ শনাক্ত করেন।

তিনি আরও জানান, ওই গাড়িতে নোমানের সঙ্গে ড্রাইভার এবং আরও দুজন ছিলেন। ড্রাইভার ছাড়া বাকি দুজনও নিহত হয়েছেন বলে খবর মিলেছে, তাদের বাড়ি চাঁদপুরে বলেও শোনা গেছে। আর ড্রাইভারও মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চিকিৎসাধীন।

গোবিন্দপুরের সেলিম-ফাতেমা দম্পতির তিন ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে নোমান ছিলেন দ্বিতীয়। ভাগ্যবদলের আশায় বছর দেড়েক আগে সৌদি আরবে পাড়ি জমিয়েছিলেন তিনি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে খাদ্য এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান

দামুড়হুদার বড়দুধপাতিলায় বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্থ একই পরিবারে আহত সদস্যদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান।

রবিবার তিনি ওই পরিবারে গিয়ে তাদের এ সহায়তা প্রদান করেন। পাশাপাশি খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় (১০ কেজি চাল, ৩০ টি ডিম, ১ লিটার তেল, ১ কেজি মসুরের ডাল, ১কেজি লবণ, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি রসুন)।

যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য যেকোনো সামাজিক সমস্যা তাৎক্ষণিক উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা জানান।

চুয়াডাঙ্গায় নতুন ১৭ জনের করোনা সনাক্ত

গত ২৪ ঘন্টায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় নতুন করে আরও ১৭ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৫৬ জনে। এরমধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৪৭ জন ও মারা গেছেন ৩ জন। রবিবার রাতে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান এসব বিষয় নিশ্চিত করেছেন।

সিভিল সার্জন জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাব থেকে ৬৪ জনের নমুনার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ১৭ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে।

আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার এতিমখানা সড়কের তিনজন ও পাসপোর্ট অফিসের একজন, আলমডাঙ্গা উপজেলার রাধিকাগঞ্জ গ্রামের দুইজন, এরশাদপুরের দুইজন, শেখপাড়ার একজন, আশাননগরের একজন ও উদয়পুরের একজন এবং দামুড়হুদা উপজেলার এক স্বাস্থ্যকর্মী, দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুরের দুইজন, কেরু বাজার মাঠপাড়ার দুইজন ও কেরু কর্পোরেশন লাইনের একজন রয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১৯ মার্চ চুয়াডাঙ্গায় প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন ইতালি ফেরত এক যুবক। তার বাড়ি আলমডাঙ্গায়। রবিবার পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গায় ১৯ জন প্রাতিষ্ঠানিক ও ৮৫ জন হোম আইসোলেশনে আছেন।

আলমডাঙ্গায় নতুন ৭ জন করোনা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গায় পিতার বারংবার বিয়ে, অসহায় সন্তানরা

আলমডাঙ্গার বক্সিপুর গ্রামের ষাটোর্ধ মনিয়া মন্ডল একের পর এক বিয়ে করে পরিবারকে নরকে পরিনত করার অভিযোগ তুলেছে তার পরিবারের সদস্যসহ প্রতিবেশীরা।

তৃতীয় বিয়ে করতে গিয়ে ৪০ বছরের সংসার জীবনের প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়ায় গ্রামে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। এই ঝড় ঠেকাতে মনিয়া মন্ডল ছেলেদের নামে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে নাজেহাল করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

প্রতিবেশীরা জানায়, বক্সিপুর গ্রামের মনিয়া মন্ডল প্রথমে বিয়ে করেন উপজেলার বেলগাছি গ্রামের শুকুর আলীর মেয়ে সাজেদা খাতুনকে। এই সংসারে দুইটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে রয়েছে। এদের কারো কারো বিয়ে হয়ে সন্তানাদিও হয়ে গেছে। কিন্ত মনিয়া মন্ডল হুট করে আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মনাকষা গ্রামের কাজলী নামের এক মহিলাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন।

এতে প্রথম পক্ষের চার ছেলে-মেয়ে তীব্র আপত্তি তুলতে থাকেন। তবে কোন বাঁধ মানেননি মনিয়া মন্ডল। তিনি নতুন স্ত্রী কাজলীকে নিয়ে একের পর এক মাঠের জমি বিক্রি করতে শুরু করেন। আর নিঃস্ব হতে থাকেন তার চার ছেলে-মেয়ে। কাজলীকে নিয়ে জমি বিক্রির টাকাই বেশ ভালই চলছিল মনিয়া মন্ডলের। কিন্ত বছর খানেকের মাথায় হঠাৎ করেই কাজলীকে তিনি তালাক দিয়ে দেন।

দ্বিতীয় স্ত্রী কাজলীকে তালাক দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। প্রায় একই সাথে ৪০ বছরের সংসার জীবনের প্রথম স্ত্রী সাজেদাকেও এবার তালাক দিয়ে দেন। এরপর মাস তিনেকের মাথায় বলা নেই কওয়া নেই দুর্লভপুর গ্রামের কালুর মেয়ে পারুলাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন। এবার রীতিমত পাড়া-মহল্লায় হৈচৈ পড়ে যায়।

মনিয়া মন্ডলের ছেলে রইছ উদ্দিন বলেন, বাবা অকারনেই বারেবার বিয়ে করেন এতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্ত আমাদের মাঠে ৭ বিঘা জমি ছিল বাবার বারবার বিয়ে করার কারণে সব শেষ হয়ে গেছে। এখন কেবল বাড়ির জমিটুকু আছে। তাও বিক্রি করার পায়তারা চলছে। বাবার কারণেই আমরা নানা অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছি। আবার আমাদের নামেই থানায় মিথ্যা

কুষ্টিয়ায় নতুন আক্রান্ত ৩৮, মোট ৭৪৬

কুষ্টিয়ায় নতুন করে আরও ৩৮ করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

রবিবার রাতে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজের পিসিআর ল্যাবে কুষ্টিয়ার ১৯৩ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এরমধ্যে নতুন করে ৩৮ জন করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়। এনিয়ে এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় ৭৪৬ জন কোভিড রোগী সনাক্ত হলো।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ২০ জন, দৌলতপুরে ৪ জন , ভেড়ামারায় ৫ জন, কুমারখালীতে ৭জন ও খোকসা উপজেলায় ২ জন।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছেন ৩৩৭ জন, বর্তমানে হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩৬২ জন, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৩৪ জন। এ পর্যন্ত জেলায় ১৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

কুষ্টিয়ায় ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে খালু আটক

কুষ্টিয়া শহরের হাউজিং কদমতলা এলাকায় ৪ বছরের একটি শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে আব্দুল্লাহ (৩৫) কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টার সময় হাউজিং কদমতলা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়া আব্দুল্লাহ বাড়ি মাগুরায়। সে কুষ্টিয়া হাউজিং কদমতলায় ভাড়া থাকতো।

অভিযোগকারী প্রতিবেদককে জানান শিশুটির সম্পর্কে সে খালু হয়। সে এমন ধরণের কাজ করবে আমরা তা কখন ভাবেনি।

কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, রবিবার বিকেলে হাউজিং কদমতলা ওই শিশুটি বাড়ির সামনে রাস্তায় খেলাধুলা করার সময় খাবার জিনিস দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে আব্দুল্লাহ শিশুকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে।

শিশুটি অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে গিয়ে তার পিতা মাতাকে জানালে তারা আমাদেরকে খবর দিলে, আমরা আব্দুল্লাহ কে আটক করতে সক্ষম হই।

এ বিষয় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে তিনি জানান।

মেস মালিকদের সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায়ে মেস মালিকদের সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ।

রবিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উপাচার্য এই আহ্বান জানান।

ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, ‘কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতির কারণে মেসে অবস্থানকারী অধিকাংশ শিক্ষার্থী বর্তমানে তাদের নিজ বাড়িতে অবস্থান করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ মহামারী মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য বড় হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

প্রতিদিন মানুষের প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েই চলছে। দেশের সমগ্র জনগণের মাঝে ভিতিকর অবস্থা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীদের বেশ কয়েক মাসের ভাড়া বকেয়া পড়েছে যা পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছে শিক্ষার্থীরা।’
এ অবস্থায় ভাড়া পরিশোধে শিক্ষার্থীদের উপর চাপ না দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন উপাচার্য।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে আইনজীবীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে : আইনমন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, শুধু বিচারক নয় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে আগামী সপ্তাহ থেকে আইনজীবীদেরকেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

রবিবার সহকারী জজদের অনলাইন লার্নিং-এ ৪০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা জানান।

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (জাটি) মহাপরিচালক বিচারপতি খন্দকার মুসা খালেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন আইন সচিব গোলাম সারোয়ার, জাটির পরিচালক (প্রশিক্ষণ) গোলাম কিবরিয়া।

৪৪ জন সহকারী জজ ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট চার মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছেন। এ প্রশিক্ষণ গত ১ জানুয়ারি শুরু হয়। করোনা ভাইরাস জনিত পরিস্থিতির কারণে দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করায় গত ২২ মার্চ এ প্রশিক্ষণ মুলতবি করা হয়। এখন অবশিষ্ট প্রশিক্ষণ অনলাইন লার্নিং পদ্ধতিতে সমাপ্ত হবে।

আইনমন্ত্রী বলেন, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিচারকদের অনলাইন লার্নিং পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান একটি শুভসূচনা। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি মাইলফলক। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপূরণে আরো একটি সাফল্য।

আইনমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের এখনো সুনির্দিষ্ট ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। ফলে বিশ্বব্যাপী আতংক বিরাজ করছে। এ পরিস্থিতিতে একসাথে কাজ করা, স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও বন্ধ রয়েছে। এ মহামারী সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

আনিসুল হক বলেন, পরিস্থিতি বিবেচনায় পৃথিবী সচল রাখতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিচার বিভাগ। জনগণের বিচার পাবার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভার্চুয়াল কোর্ট চালুর উদ্যোগ নেন। সে অনুযায়ী আদালতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ করা হয়। এখন এটি আইনে পরিণত করার প্রক্রিয়া চলছে।

আইনমন্ত্রী বলেন, ভার্চুয়াল কোর্ট স্বাভাবিক বিচার ব্যবস্থার বিকল্প নয়। বিশেষ পরিস্থিতির কারণে এটি করা হয়েছে।

করোনায় ইতোমধ্যে দেশে একজন বিচারক, আইনজীবী, বিভিন্ন শ্রেণি পেশার ১৯৯৭ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। আইনমন্ত্রী করোনায় এ পর্যন্ত মৃত সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

তিনি বলেন, করোনা সংকটে বিচারকগন ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা হিসেবে কাজ করছেন। বিচার বিভাগ সচলে বিচারকদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। তাই এ প্রশিক্ষণ বিচারকদের দক্ষ করতে সহায়ক হবে।

সূত্র- ইত্তেফাক